॥ দশকুমার চরিত-এর বঙ্গানুবাদ ॥

আলোচ্য কালপর্বে অল্পসংখ্যক সংস্কৃত গদ্যকাব্যের মধ্যে 'দশকুমার চরিতে'র মাত্র একখানি বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে [১২৬৩] দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত' অনুবাদ করেন।

গিরিশচন্দ্র যে সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করেন নাই তাহা 'বিজ্ঞাপন' অংশেই তিনি লিপিবদ্ধ করেন। এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

> " সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার রীতি একরূপ নহে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ করা অতিশয় কঠিন। যথাকথঞ্চিৎ অনুবাদ করিতে পারিলেও তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। আর, সংস্কৃত দশকুমারের অনেক স্থলেই অনেক অশ্লীল বর্ণনা ও অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ আছে। সে সকলের অবিকল অনুবাদ করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি দশকুমারের অবিকল অনুবাদ করিলাম না। অনুবাদ-কালে মূল গ্রন্থের কোন কোন স্থল পরিবর্ত্তন করিয়াছি এবং বর্ণনাংশ অধিকাংশই পরিত্যাগ করিয়াছি।
>
> পূর্বৃত দশকুমারে আটটি উচ্ছ্বাস। তাহাতে সাতটি কুমারের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রধান কুমার রাজবাহনের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত

হয় নাই। অথচ গ্রন্থের নাম দশকুমার চরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর, দশকুমার রচয়িতা যেরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন দেখিলে বোধ হয়, দশকুমারের আর একটি পূর্ব্ব গ্রন্থ আছে। দশকুমারের পূর্ব্বপীঠিকা নামে যে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই দশকুমারের পূর্ব্বগ্রন্থ, কিন্তু পূর্ব্বপীঠিকার রচনা এবং প্রকৃত দশকুমার রচনা উভয়ের বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিলে কোনরূপেই বোধ হয় না উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বপীঠিকা প্রথমে থাকিলে অবশিষ্ট দুই কুমারের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায়। এই বিবেচনা করিয়া আমি দশকুমারের প্রথমে 'পূর্ব্বপীঠিকা' অনুবাদ করিয়া দিলাম।"

দণ্ডী রচিত মূল গ্রন্থের 'পূর্ব্বপীঠিকা'র বিবরণ পঞ্চম উচ্ছ্বাসে সমাপ্ত হইয়াছে। যেমন – ১। কুমারোৎপত্তির্নাম প্রথম উচ্ছ্বাসঃ ২। দ্বিজোপকৃতি, ৩। সোমদত্ত চরিত, ৪। পুষ্পোদ্ভবচরিত, ৫। অবন্তীসুন্দরী পরিণয়ো।

মূল অনুসরণ করিয়াই অনুবাদক গিরিশচন্দ্র পঞ্চম উচ্ছ্বাসের অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন – ১। কুমারের উৎপত্তি, ২। ব্রাহ্মণের উপকার, ৩। সোমদত্ত চরিত, ৪। পুষ্পোদ্ভব চরিত, ৫। অবন্তীসুন্দরী পরিণয়।

গিরিশচন্দ্র মূল বিষয়কে যথাযথ অনুসরণ করার চেষ্টা করিলেও মাঝে মাঝে অংশবিশেষ বর্জন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র মূল বর্ণনাংশের অধিকাংশই যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা

'বিজ্ঞাপনে'ই তিনি বলিয়াছেন । অনূদিত গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাঁহার এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয় । মূল 'দশকুমার চরিতে'র প্রারম্ভে পুষ্পপুরীর রাজা রাজহংসের যে বর্ণনা আছে অনুবাদক সে বর্ণনায় বিরত রহিয়াছেন ।[১]

আবার, মন্ত্রীগণের কথোপকথন মূলানুযায়ীই বর্ণিত হইয়াছে এবং চর কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে অনুবাদক সে বর্ণনারও যথারীতি অনুবাদের চেষ্টা করেন । যেমন –

> "একদিন রাজা মন্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাহার এক চর মালবদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, মহারাজ ! মালবেশ্বর মানসার, মহারাজের নিকট পরাজিত হইয়া সাতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । তিনি বৈর নির্য্যাতন মানসে মহাকাল নিবাসী মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এক বীরঘাতিনী গদা পাইয়াছেন । এক্ষণে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, যাহা বিধেয় হয় করুন ।"[২]

---

১. বিরচিতারাতিসন্তাপেন প্রতাপেন সতততুলিতবিয়নমধ্যহংসো রাজহংসো নাম ঘনদর্পকন্দর্পসৌন্দর্যসোদর্যহৃদ্যানিরবদ্যরূপো ভূপো বভূব ।

২. মানী মানসার সুসৈনিকাযুষমাত্তাৎনুরায়ে সম্পরায়ে ভবতঃ পরাজয়মনুভূয়বৈলক্ষ্যলক্ষ্যয়োপি ইভদয়ো মহাকালনিবাসিন্ কালীবিলাসিনমনশ্বরং মহেশ্বরং সমারাধ্য তপঃপ্রভাবসন্তুষ্টাদস্মাদেক বীরারাতিঘ্নীং গদাং লব্ধা আত্মানমপ্রতিভটং মন্যমানো ভবন্তমভিয়োক্তুমুদ্যুক্তঃ । ততঃ পরং দেব এব প্রমাণমিতি ।

পুত্রেষ্টকার ব্যর্থ হওয়ায় রাজা দুঃখিত হইলে রাণীর যে দীর্ঘোক্তি মূলে প্রকাশ পাইয়াছে এখানে সেরূপ কোন বর্ণনা নাই।[৩] — মূলের ন্যায় বর্ণনা বিস্তার গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে দেখা যায় না। এরূপ আংশিক অনুবাদ গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'বিজ্ঞাপনেই' লিখিয়াছেন যে, বর্ণনাংশ অনেক স্থলেই তিনি ত্যাগ করিয়াছেন।

মূলে 'উপহারবর্ম্মোৎপত্তিকথা', 'পুষ্পোদ্ভবোৎপত্তিকথা', 'অর্থপালোৎপত্তিকথা', 'সোমদত্তোৎপত্তিকথা'র বর্ণনা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদে এরূপ পৃথক বর্ণনা না থাকিলেও বর্ণনীয় বিষয় মোটের উপর মূলানুসারী হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে মূলের বর্ণনাংশ মাঝে মাঝে ত্যাগ করিয়াছেন তাহারই আর একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে অনূদিত দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে। মহর্ষি বামদেব রাজহংসের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা এবং কুমারগণের অভিবাদনের যেরূপ তুলনামূলক বর্ণনা প্রথমেই রহিয়াছে আলোচ্য অনুবাদে সে বর্ণনা অনুপস্থিত।[৪]

---

৩. দেব ! সকলস্য ভূপালকুলস্য মধ্যে তেজোবরিষ্ঠো ভবানদ্য বিন্ধ্যবনমধ্যং নিবসতীতি জলবুদ্বুদসমানা বিরাজমানা সম্পৎ তড়িল্লতেব সহসৈবোদেতি নশ্যতিচঃ তদখিলং দৈবায়ত্তমেবাবধার্য্যং কার্য্যম্। কিং চ পুরা হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র মুখ্যা মহীন্দ্রা ঐশ্বর্য্যোপমিতম হেন্দ্রা দৈবতন্ত্রং দুঃখযন্ত্রং সম্যগনুভূয় পশ্চাদনেককালং নিজরাজ্যমকুর্বণ। তদ্বদেব ভবান্ ভবিষ্যতি। কঞ্চন কালং বিরচিতদৈবসমাধির্গতাধিঃ তিষ্ঠতু তাবৎ ইতি।

৪. অথৈকদা বামদেবঃ সকলকলাকুশলেন কুসুমসায়কসংশায়িতসৌন্দর্য্যেন কল্পিতসৌন্দর্য্যেণ সাহসাপহসিতকুমারেণ সুকুমারেণ জয়ধ্বজাতপবারণ কুলিশাঙ্কিত করেণকুমারনিকরেণ পরিবেষ্টিতং রাজানমানতশিরসং সমভিগম্য তেন তাং কৃতাং পরিচর্যামঙ্গীকৃত্য নিজচরণকমল যুগলমি-লনমধুকরায়মাণ কাকপক্ষং বিদলিষ্যমান বিপক্ষং কুমারচয়ং গাঢ়মালিঙ্গ মিত সত্যবাক্যেন বিহিতাশীরভাষত। — পৃঃ ২৬

আবার, মূল দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসের মাতঙ্গবর্ণনাকে গিরিশচন্দ্র যথাসম্ভব মূলানুসারী করিবার চেষ্টা করেন।

এরূপ তৃতীয় উচ্ছ্বাসে 'সোমদত্তের ভ্রমণ বৃত্তান্ত'কে যথাসম্ভব ভাষান্তরিত করার প্রযত্ন সূচিত হয়। চতুর্থ উচ্ছ্বাসে 'পুষ্পোদ্ভব' চরিত্রের অনুবাদও মোটামুটি মূলানুযায়ী হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র এখানেই পূর্ব্বপীঠিকা সমাপ্ত করেন। মূল পঞ্চম উচ্ছ্বাসে বালচন্দ্রিকা অবন্তীসুন্দরীর বর্ণনা রহিয়াছে এবং রাজবাহনের জন্য তাহার যেরূপ মনস্তাপ বর্ণিত হইয়াছে অনুবাদে সে বর্ণনার আড়ম্বর দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সংক্ষিপ্তানুবাদের দৃষ্টান্ত তাঁহার অনুবাদে প্রায়ই দেখা যায়। ঐন্দ্রজালিকের ঘটনা বর্ণনাও অনুবাদক চতুর্থ উচ্ছ্বাসেই সারিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মূল পঞ্চমোচ্ছ্বাসের সমস্ত ঘটনার বিবরণ অনুবাদক চতুর্থ উচ্ছ্বাসে সমাপ্ত করেন।

মূল গ্রন্থের 'উত্তর পীঠিকার' প্রথমোচ্ছ্বাসে যাহা বর্ণিত হইয়াছে অনুবাদক উপক্রমণিকার প্রথমোচ্ছ্বাসে সেই ঘটনার অনুবাদ করেন।

রাজবাহনের চরণদ্বয় রৌপ্য শৃংখলে আবদ্ধ দেখিয়া কন্যান্তঃপুরের সকলে চীৎকার করিলে চণ্ডবর্ম্মা আসিয়া ইনিই তাহার সহোদরের মৃত্যুর কারণ সন্দেহ করিয়া রাজবাহনকে নানা প্রকারে ভর্ৎসনা করিলে তাহার কতখানি সংযম প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অনুবাদে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন —

> "স্বাভাবিক ধৈর্য্যশালী সর্ব্বপৌরুষাধার রাজকুমার সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া আত্মবিমোচন চেষ্টায় বিরত হইলেন। এবং প্রাণ পরিত্যাগরাগিনী

> প্রাণসমা প্রিয়তমার আশ্বাসার্থ বলিলেন হে হংসগামিণী ! সেই হংসের কথা স্মরণ করিয়া মাসদ্বয় সহ্য করিয়া থাক । এই বলিয়া বিপুল আয়ত্ত হইলেন ।" ৫

গিরিশচন্দ্র অধিকাংশ স্থলে বর্ণনাংশ ত্যাগ করিলেও তিনি যে সকল অংশের অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে অনুবাদকের শ্রম ও অধ্যবসায় গুণ প্রমাণিত হয় । এখানে রাজবাহনের সংযম রক্ষার প্রয়াসে তিনি যথাসম্ভব মূল অর্থ অনুসরণ করিয়া অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছেন ।

পূর্বের তুলনায় মূল 'দশকুমার চরিতে'র উত্তর খণ্ডের অনুবাদে অনুবাদক অনেকটা সতর্ক ছিলেন ; প্রয়োজনীয় কোন অংশই তিনি বর্জন করেন নাই । মূলানুগ অনুবাদের নিদর্শন স্বরূপ উত্তর খণ্ডের প্রথমোচ্ছ্বাসের শেষাংশে যাহা বলা হইয়াছে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে সেই সূক্ষ্ম আনন্দানুভূতি-টুকুও বাদ পড়ে নাই । 'উপক্রমণিকা' অংশে তিনি লিখিয়াছেন –

> " রাজবাহন অতি আহ্লাদে গাত্রোত্থান করিয়া অহো ! সমস্ত মিত্রই একত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, কি আনন্দের বিষয় । এই বলিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্ধনা ও আলিঙ্গনাদি করিলেন ।" ৬

---

৫. স তু স্বভাবধীরঃ সর্বশৌরিত্বাতিভূমিঃ সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়াং দৈবীমেব তামাপদমবধার্য্য "সমর অয়্যা হংসগামিণি । হংসকথায়াঃ । সহস্ব বাসু ! মাসদ্বয়ম্" ইতি প্রাণপরিত্যাগরাগিণীং প্রাণসমাং সমাশ্বাস্য বিপুলশ্যতামযাসীৎ । – পৃষ্ঠ ৬৫

৬. দেবোপি হর্ষবিহ্বলমত্যুৎপিতঃ "কথং সমস্ত এব মিত্রগণঃ সমাগতঃ কোনামায়মভ্যুদয়" ইতি কৃতযথোচিতোপচারপনির্ভরত্বং পরিরেভে ।" – হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ – পৃষ্ঠ [illegible]

মূল উত্তর খণ্ডের দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসে 'অপহারবর্মাচরিত' অংশে বারবণিতা কামমঞ্জরীর যেরূপ উক্তি রহিয়াছে গিরিশচন্দ্র সে অংশেরও আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন —

> "কামমঞ্জরী বিষণ্ন বদনে সলজ্জভাবে তাঁহার নিকটে করপুটে নিবেদন করিল ভগবন্। এ ব্যক্তি ঐহিক সুখ সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া এক্ষণে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সংসার হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং আপনাকে দুঃখিত পরিত্রাণে দীক্ষিত জানিয়া আপনকার স্মরণে শরণাপন্ন হইয়াছে।"[৭]

অতঃপর মূলের ন্যায় তাহার মাতার উক্তিও যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন —

> " তাহার মাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে বলিল ভগবন্, আমার এই কন্যার নিকট আমি যে অপরাধ করিয়াছি নিবেদন করি। বেশ্যাজাতির যে স্বধর্ম নির্দিষ্ট আছে এই কন্যা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া এক নির্ধন ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে।"...

— এ সকল উক্তি মূলেরই পরিচ্ছন্ন ভাষান্তর।

মূল গ্রন্থে রহিয়াছে কামমঞ্জরীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেও মহর্ষি অবশেষে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। অনুবাদে এরূপ বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম

---

৭. সা তু সব্রীড়েব সবিষাদেব সগৌরবেব চাব্রবীৎ —"ভগবন্ ঐহিকস্য সুখস্য অভাজনং জনোয়মামুষ্মিকায় শ্রেয়সে পরিত্রাণকাতরায়াঃ দীনাভ্যুপপত্তিবিত্তয়োর্ভগবৎপাদয়োর্মূলং শরণমভিপ্রপন্নঃ ইতি।

না থাকিলেও তদবস্থায় মহর্ষির অবস্থা পর্যালোচনায় মূলে যেরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, আলোচ্য অংশে তাহা অনুপস্থিত। অনুবাদক প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বর্ণনা বিস্তার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অতঃপর রাজবাহন অপহারবর্মার চরিত্র শ্রবণ করিয়া উপহারবর্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, — "এক্ষণে তোমার বলিবার অবসর সুতরাং নিজের চরিত্র বল।"[৮] — মূলের ন্যায় অনুবাদেও এরূপ উক্তি রহিয়াছে। এইভাবে পর পর যথাক্রমে সকল রাজকুমারের চরিত্রই বর্ণনা করা হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক 'দশকুমার চরিতে'র যে বঙ্গানুবাদ হয় তাহা ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধকালের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ হিসাবে যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। মূলের ন্যায় আলোচ্য অনুবাদেও উচ্ছ্বাস বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যেমন — ১ম উচ্ছ্বাস — রাজবাহনচরিত, ২য় উচ্ছ্বাস — অপহারবর্মাচরিত, ৩য় উচ্ছ্বাস — উপহারবর্মচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস — অর্থপালচরিত, ৫ম উচ্ছ্বাস — প্রমতিচরিত, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস — মিত্রগুপ্তচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস — মন্ত্রগুপ্তচরিত ও ৮ম উচ্ছ্বাস — বিশ্রুতচরিত।

গিরিশচন্দ্র সাধ্যানুযায়ী মূল বিষয় বর্ণনায় এবং মূল অর্থ প্রকাশের প্রতি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তবে মূলের বর্ণনা বিস্তৃতি অনুবাদের অনেক স্থানেই তিনি ত্যাগ করিয়াছেন।

---

৮. "শ্রুত্বা চ সিমত্বা চ দেবোপি রাজবাহনঃ কথমপি কার্কশ্যেন কর্ণীসূতমপ্যতিক্রান্তঃ।" — ইত্যভিধায় পুনরবক্ষ্যোপহারবর্মাণম্ আচষ্ট তবেদানীমবসরঃ।

মূল গ্রন্থের পরিশেষে অর্থাৎ 'উত্তরপীঠিকা'র শেষাংশে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে তাহা একেবারেই অনুপস্থিত।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চানন তর্করত্ন 'দশকুমারচরিতে'র যে অনুবাদ করেন তাহা পূর্ববর্তী অনুবাদের তুলনায় আরও সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনীয় বিষয়ের অধিকাংশই তাঁহার কল্পিত রচনা। অবশ্য দশকুমারের নাম যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে। এই অনুবাদ গ্রন্থের প্রারম্ভিক রচনা যেন কোন রূপকথার কাহিনী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা আলোচ্য কাল বহির্ভূত রচনা বলিয়া এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা এখানে দেওয়া হইল না।

পরবর্তীঅংশে বাণভট্ট রচিত কথাকাব্য 'কাদম্বরী' কাব্যের বঙ্গানুবাদের আলোচনা পরিচিতি দেওয়া হইল।